ইনকিলাব

20 DEC 2005

মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে অপপ্রচার

এটা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক যে, বিশ্বব্যাপী যখন মূল্যবোধের চর্চাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে তখন বাংলাদেশে একটি মহল মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে অপপ্রচার অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশে এমন একটি শ্রেণী রয়েছে যাদের চিন্তা-চেতনা ইসলামী বিশ্বাসের বিপরীতে অবস্থান করছে। রাজনীতিগতভাবে প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষ এবং বামরাজনীতিতে বিশ্বাসীরা এই ধারার প্রধান গ্রুপ হিসাবে বিবেচিত হলেও সমাজে অনেকেই রয়েছে যারা হয়ত ধর্মবিশ্বাসে ইসলামকে মেনে নিলেও ইসলামী শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধী। কারণে অকারণে সুযোগ পেলেই এই মহল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে এমনভাবে আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকেন যেন দেশে অপকর্ম দুর্নীতি অনিয়ম যা কিছু ঘটছে সবের জন্যই যেন ইসলামী শিক্ষা দায়ী। কখনও কখনও এই মহল এমন ভাবও দেখায় যে, মাদ্রাসা শিক্ষার কারণেই বাংলাদেশের সকল অগ্রগতি অবরুদ্ধ হয়ে আছে। এই অপপ্রচারের পেছনে কোন যুক্তি না থাকলেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কোন কোন মিডিয়ার এই অসত্যই অবিরাম প্রচার করা হচ্ছে এবং সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ফলে দেশের মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক এবং আলেম-ওলামা হয়রানির শিকার হচ্ছে। সামাজিকভাবেও তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আশার কথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী রাজনীতিক বুদ্ধিজীবিসহ সকল স্তরের জনগণ ঐ মহলের অপপ্রচারের মুখে ছাই দিয়ে প্রকৃত সত্যকে বুলন্দ গলায় প্রচার করছে। আন্তর্জাতিক মহলও বাংলাদেশের আলেম-ওলামাদের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তারা এটাও মনে করছে যে, ইসলামী মূল্যবোধ ছাড়া সভ্যতার অপজাত বর্তমান হুমকি মোকাবেলার আর কোন পথ নেই।

দেশে আলেম-ওলামা ও ধর্মতত্ত্ববিদ তৈরীর একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মাদ্রাসা। এখানে যারা পাঠদান এবং পাঠ গ্রহণ করেন তারা সকলেই ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা গ্রহণ করেন। এই ধারার শিক্ষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষা লাভকারীরা মূল্যবোধ চর্চায় একনিষ্ঠ থাকেন এবং সমাজে তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত থাকে। আজকের দুনিয়ায় এইড্‌সসহ যেসব মারাত্মক মরণব্যাধিতে সভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখি মূল্যবোধ চর্চায় তাদের অবদানের কারণে আমাদের দেশের জনগণ তা থেকে প্রায় মুক্ত। বিশ্বের যেসব দেশ প্রত্যক্ষভাবে মূল্যবোধের চর্চা করে না অথবা এর বিরোধিতা করে তারাও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ ভ্যালুস অনুসরণের জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানাচ্ছে। বাংলাদেশে ইসলামের নামে সম্প্রতি যারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেও দেশের আলেম-ওলামা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। পল্টনের বিশাল জনসভার প্রস্তাবে চলমান বোমা হামলা, হত্যা ও সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে তা কঠোরহস্তে দমনের জন্য দেশপ্রেমিক জনগণ, বুদ্ধিজীবী ও ওলামা কেরামকে সাথে নেবার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী এক সমাবেশে মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলছে বলে স্বীকার করে তা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, মাদ্রাসাগুলোতে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়া হয়। ঐ অনুষ্ঠানে দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক বলেছেন, আলেম-ওলামার সহযোগিতা ছাড়া সমাজকে বিশৃংখলা ও অপরাধপ্রবণতা মুক্ত করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের চলমান সন্ত্রাসকে উপলক্ষ করে যারা মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলছেন তাদের বিবেচনায় রাখা উচিত স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি সরকারকেই কোন না কোন বড় ধরনের সন্ত্রাসের মুখোমুখি হতে হয়েছে। নানা মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এ পর্যন্ত হাজার হাজার সশস্ত্র ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এসব লড়াইয়ের কারণে কোন মহল থেকেই দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা বা শিক্ষা সিলেবাস পরিবর্তনের দাবী উঠেনি। ওঠা যৌক্তিকও নয়। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে আলো বিতরণ করা। সেদিক থেকে বলা যায় যে কোন শিক্ষার মূলেই রয়েছে অজ্ঞানতার অন্ধত্ব দূর করার মহান আদর্শ। দেশের মাদ্রাসাগুলো এদেশের মানুষকে অন্যায়, অবিচার, শোষণ, সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে সচেতন হবার টর্চ হিসাবে কাজ করছে। দুর্ভাগ্য এই যে, এদেশের মাদ্রাসা থেকে পাস করা ছাত্রদের অন্যদের সমমানে বিবেচনা করা হচ্ছে না। চাকরি-বাকরিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগও দেয়া হচ্ছে না। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষিতরা সমাজের সর্বক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা ও মেধার সাক্ষর রাখতে পারছেন না। এর অবসানকল্পে দেশের আলেম-ওলামা সমাজ একটি স্বতন্ত্র আরবী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়ে আসলেও আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি বাংলাদেশের বাস্তবতা মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসারের যৌক্তিকতাই প্রমাণ করছে। চলমান সন্ত্রাসের সাথে যারা মাদ্রাসাকে সম্পৃক্ত করতে চান তারা এটা প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন যে, মাদ্রাসায় শিক্ষিতরাই বর্তমান সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। বরং এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে ধারণা ও দায়-দায়িত্বহীন অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত বিভ্রান্তরাই এসব ঘটনার জন্য দায়ী। বিশ্বের কোন কোন মহল আজ ভোগবাদের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে বিশ্বে যে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে তার বিপরীতে মূল্যবোধের চর্চাই বিশ্বে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারে। জাতিসংঘ এই সত্য স্বীকার করেছে। তারা মূল্যবোধের চর্চায় অভ্যস্ত করে তুলতে চাইছে বিশ্ব সমাজকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ইসলামী মূল্যবোধের চর্চা অব্যাহত রাখতে হলে মাদ্রাসা শিক্ষাকে প্রকৃত মর্যাদা দানের কোন বিকল্প নেই। মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে একপেশে ধারণার অধিকারীদের প্ররোচনার ফাঁদে পা না দিয়ে দেশের সকল মহল মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ করবে এটাই জনগণের প্রত্যাশা। এ কথা সকলেরই মনে রাখা দরকার, জোট ভোটের হিসাবের বাইরেও দেশের সমাজ শক্তির সুষ্ঠু বিকাশ এবং একটি সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে মাদ্রাসা শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।